কণিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Published by

porua.org

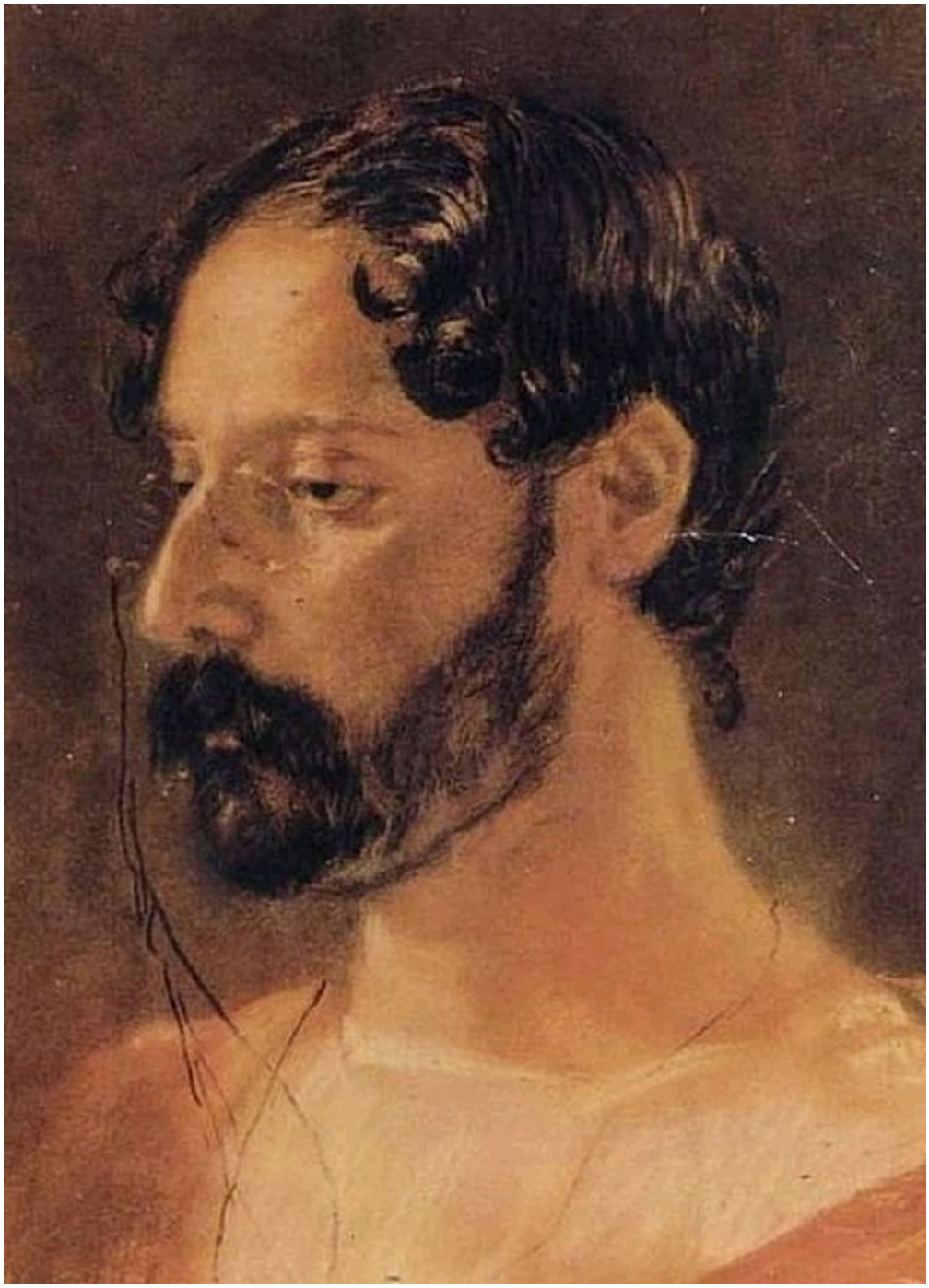

কণিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাদর উৎসর্গ

পরম প্রেমাস্পদ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

মহাশয়ের করকমলে

শিলাইদহ

৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০৬

সূচীপত্র

	পত্রাঙ্ক
যথার্থ আপন	১
শক্তির সীমা	২
নূতন চাল	৩
অকর্মার বিভ্রাট	৪
হার-জিত	৫
ভার	৬
কীটের বিচার	৭
যথাকর্তব্য	৮
অসম্পূর্ণ সংবাদ	৯
ঈর্ষার সন্দেহ	১০
অধিকার	১১
নিন্দুকের দুরাশা	১২
রাষ্ট্রনীতি	১৩
গুণজ্ঞ	১৪
চুরি-নিবারণ	১৫
আত্মশত্রুতা	১৬
দানরিক্ত	১৭
স্পষ্টভাষী	১৮
প্রতাপের তাপ	১৯
নম্রতা	২০
ভিক্ষা ও উপার্জন	২১
উচ্চের প্রয়োজন	২২
অচেতন মাহাত্ম্য	২৩
শক্তের ক্ষমা	২৪
প্রকারভেদ	২৫
খেলেনা	২৬
একতরফা হিসাব	২৭
অল্প জানা ও বেশি জানা	২৮
মূল	২৯
হাতে কলমে	৩০

পরবিচারে গৃহভেদ	৩১
গরজের আত্মীয়তা	৩২
সাম্যনীতি	৩৩
কুটুম্বিতাবিচার	৩৪
উদারচরিতানাম্	৩৫
জ্ঞানের দৃষ্টি ও প্রেমের সম্ভোগ	৩৬
সমালোচক	৩৭
স্বদেশদ্বেষী	৩৮
ভক্তি ও অতিভক্তি	৩৯
প্রবীণ ও নবীন	৪০
আকাঙ্ক্ষা	৪১

কৃতীর প্রমাদ	৪২
অসম্ভব ভালো	৪৩
নদীর প্রতি খাল	৪৪
স্পর্ধা	৪৫
অযোগ্যের উপহাস	৪৬
প্রত্যক্ষ প্রমাণ	৪৭
পরের কর্মবিচার	৪৮
গদ্য ও পদ্য	৪৯
ভক্তিভাজন	৫০
ক্ষুদ্রের দম্ভ	৫১
সন্দেহের কারণ	৫২
নিরাপদ নীচতা	৫৩
পরিচয়	৫৪
অকৃতজ্ঞ	৫৫
অসাধ্য চেষ্টা	৫৬
ভালো মন্দ	৫৭
একই পথ	৫৮
কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ	৫৯
গালির ভঙ্গী	৬০
কলঙ্কব্যবসায়ী	৬১
প্রভেদ	৬২
নিজের ও সাধারণের	৬৩
মাঝারির সতর্কতা	৬৪
শত্রুতাগৌরব	৬৫
উপলক্ষ্য	৬৬
নূতন ও সনাতন	৬৭
দীনের দান	৬৮
কুয়াশার আক্ষেপ	৬৯
গ্রহণে ও দানে	৭০
অনাবশ্যকের আবশ্যকতা	৭১
তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে	৭২
নতিস্বীকার	৭৩
পরস্পর	৭৪

বলের অপেক্ষা বলী	৭৫
কর্তব্যগ্রহণ	৭৬
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি	৭৭
মোহ	৭৮
ফুল ও ফল	৭৯
অস্ফুট ও পরিস্ফুট	৮০
প্রশ্নের অতীত	৮১
স্বাধীনতা	৮২
বিফল নিন্দা	৮৩
মোহের আশঙ্কা	৮৪
স্তুতি-নিন্দা	৮৫
পর ও আত্মীয়	৮৬
আদিরহস্য	৮৭
অদৃশ্য কারণ	৮৮
সত্যের সংযম	৮৯
সৌন্দর্যের সংযম	৯০
মহতের দুঃখ	৯১
অনুরাগ ও বৈরাগ্য	৯২
বিরাম	৯৩
জীবন	৯৪
অপরিবর্তনীয়	৯৫
অপরিহরণীয়	৯৬
সুখদুঃখ	৯৭
চালক	৯৮
সত্যের আবিষ্কার	৯৯
সুসময়	১০০
ছলনা	১০১
সজ্ঞান আত্মবিসর্জন	১০২
স্পষ্ট সত্য	১০৩
আরম্ভ ও শেষ	১০৪
বস্ত্রহরণ	১০৫
চিরনবীনতা	১০৬
মৃত্যু	১০৭

শক্তির শক্তি ১০৮
ধ্রুব সত্য ১০৯
এক পরিণাম ১১০

যথার্থ আপন

কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড়ো অভিমান,
বাঁশের মাচাটি তাঁর পুষ্পক বিমান।
ভুলেও মাটির পানে তাকায় না তাই,
চন্দ্রসূর্যতারকারে করে ‘ভাই ভাই’।
নভশ্চর ব’লে তাঁর মনের বিশ্বাস,
শূন্যপানে চেয়ে তাই ছাড়ে সে নিশ্বাস।
ভাবে, ‘শুধু মোটা এই বোঁটাখানা মোরে
বেঁধেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতাডোরে;
বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে
উড়ে যাব আপনার জ্যোতির্ময় লোকে।’
বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি–
সূর্য তার কেহ নয়, সবি তার মাটি।

শক্তির সীমা

কহিল কাঁসার ঘটি, খন খন স্বর,
‘কূপ, তুমি কেন, খুড়া, হলে না সাগর।
তাহা হলে অসংকোচে মারিতাম ডুব,
জল খেয়ে লইতাম পেট ভরে খুব।’
কূপ কহে, ‘সত্য বটে ক্ষুদ্র আমি কূপ,
সেই দুঃখে চিরদিন করে আছি চুপ।
কিন্তু, বাপু, তার লাগি তুমি কেন ভাবো।
যতবার ইচ্ছা যায় ততবার নাবো;
তুমি যত নিতে পার সব যদি নাও
তবু আমি টিকে রব দিয়ে-থুয়ে তাও।’

নূতন চাল

একদিন গরজিয়া কহিল মহিষ,
‘ঘোড়ার মতন মোর থাকিবে সহিস।
একেবারে ছাড়িয়াছি মহিষি চলন,
দুই বেলা চাই মোর দলন-মলন।’
এই ভাবে প্রতিদিন রজনী পোহালে
বিপরীত দাপাদাপি করে সে গোহালে।
প্রভু কহে, ‘চাই বটে—ভালো, তাই হোক।’
পশ্চাতে রাখিল তার দশ জন লোক।
দুটো দিন না যাইতে কেঁদে কয় মোষ,
‘আর কাজ নেই প্রভু, হয়েছে সন্তোষ।
সহিসের হাত হতে দাও অব্যাহতি,
দলন-মলনটার বাড়াবাড়ি অতি।’

অকর্মার বিভ্ৰাট

লাঙল কাঁদিয়ে বলে ছাড়ি দিয়ে গলা,
‘তুই কোথা হতে এলি, ওরে ভাই ফলা।
যে দিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেই দিন হতে মোর মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি।’
ফলা কহে, ‘ভালো ভাই, আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কী আরামে থাক ঘরে বসে।’
ফলাখানা টুটে গেল, হলখানা তাই
খুশি হয়ে পড়ে থাকে, কোনো কর্ম নাই।
চাষা বলে, ‘এ আপদ আর কেন রাখা,
এরে আজ চালা করে ধরাইব আখা।’
হল বলে, ‘ওরে ফলা, আয় ভাই, ধেয়ে,
খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে।’’

হার-জিত

ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনায় মহাতর্ক শক্তি কার বেশি।
ভিমরুল কহে, ‘আছে সহস্র প্রমাণ
তোমার দংশন নহে আমার সমান।’
মধুকর নিরুত্তর ছলছল-আঁখি;
বনদেবী কহে তারে কানে কানে ডাকি,
‘কেন, বাছা, নতশির—এ কথা নিশ্চিত,
বিষে তুমি হার মানো, মধুতে যে জিত।’

ভার

টুনটুনি কহিলেন, ‘রে ময়ুর, তোকে
দেখে করুণায় মোর জল আসে চোখে।’
ময়ুর কহিল, ‘বটে! কেন কহ শুনি,
ওগো মহাশয় পক্ষী, ওগো টুনটুনি।’
টুনটুনি কহে, ‘এ যে দেখিতে বেআড়া,
দেহ তব যত বড়ো পুচ্ছ তারো বাড়া।
আমি দেখো লঘুভারে ফিরি দিনরাত,
তোমার পশ্চাতে পুচ্ছ বিষম উৎপাত।’
ময়ুর কহিল, ‘শোক করিয়ো না মিছে—
জেনো ভাই, ভার থাকে গৌরবের পিছে।’